দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 08 OCT 1994 ..
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

সফল প্রকল্প শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর ব্যবস্থাপনা ত্রুটির ফলে শিক্ষার মান ক্ষুণ্ন হচ্ছে

হাসনাইন খুরশেদ/আহমেদ দীপু

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতার কারণে এই কর্মসূচীভুক্ত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হচ্ছে। সরকার এই কর্মসূচীর অধীনে স্কুলের সংখ্যা দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে অতিরিক্ত আরও ৭৮ কোটি টাকাসহ মোট দেড় শ' কোটি টাকা বরাদ্দ করতে যাচ্ছে। অথচ এ ক্ষেত্রে দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে উঠার কোন উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না। ফলে প্রাথমিকভাবে এ কর্মসূচীতে ব্যাপক সাফল্যের যে দাবি করা হচ্ছে, চূড়ান্ত বিচারে তা ব্যর্থতা বলেও প্রমাণিত হতে পারে।

'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' (এফএফই) কর্মসূচী সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও মাঠ পর্যায়ে অনুসন্ধানে জানা যায়, এফএফই কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য হলো প্রাথমিক স্কুলে ছাত্র ভর্তি ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, ড্রপ আউট রোধ এবং শিক্ষার মান নিশ্চিত করার মাধ্যমে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হওয়া। এই কর্মসূচী জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে এবং স্কুলে ভর্তি ও উপস্থিতির হার বাড়ানো ও ড্রপ আউট রোধের ক্ষেত্রে বেশ সাফল্য এসেছে। কিন্তু এ আওতায় আসার পর বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষার মানের দারুণ অবনতি ঘটছে।

(শেষ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

সফল প্রকল্প

(প্রথম পাতার পর)

ব্যাপকসংখ্যক শিক্ষার্থীর কার্যক্রম মূলত প্রতিদিন স্কুলে যাওয়া ও মাস শেষে গম নিয়ে বাড়ি ফেরার মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়ছে। স্কুলে তারা কতটা শেখার সুযোগ পাচ্ছে ও শিখছে, তা গুরুত্ব না পাওয়ায় পুরো কর্মসূচীর উদ্দেশ্যই ভেস্তে যেতে পারে।

উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালের আগস্ট মাস থেকে এফএফই কর্মসূচীর বাস্তবায়ন শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে দেশের ৪৬০টি থানার প্রতিটি থেকে একটি করে স্কুলকে এর আওতায় আনা হয় এবং এ জন্য বরাদ্দ রাখা হয় ৭২ কোটি টাকা। সাড়ে পাঁচ লাখ পরিবারের মোট প্রায় সাত লাখ শিশু শিক্ষার্থী এর আওতায় আসে। একটি পরিবারের একটি মাত্র শিশু এর আওতাভুক্ত হলে প্রতি মাসে তাকে ১৫ কেজি এবং একই পরিবারের একাধিক শিশু আওতাভুক্ত হলে তাদের মাসে ৩০ কেজি করে গম প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়।

অনুসন্ধানে জানা যায়, এফএফই কর্মসূচীর প্রবর্তন গ্রামাঞ্চলের জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। বিপুলসংখ্যক উৎসাহী শিশুকে স্কুলে ভর্তি করা ও তাদের স্থান সঙ্কুলান অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়েছে। কর্মসূচীটি চালু করার আগে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে না তোলায় শিক্ষার মান ক্ষুণ্ন হচ্ছে এবং এর অধীনে বরাদ্দকৃত গম এখন অনেক দরিদ্র পরিবারের জীবিকা নির্বাহে সহায়ক ত্রাণ কর্মসূচীতে পরিণত হতে চলেছে।

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং এর আওতাভুক্ত বেশ কয়েকটি স্কুলে সরেজমিন পরিদর্শনকালে জানা যায়, প্রতিটি সরকারী প্রাথমিক স্কুলে চার জন শিক্ষকের অনুমোদিত পদ থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষকের সংখ্যা তিন জনের বেশি নয়। তাদের মধ্যে প্রধান শিক্ষক স্কুলের ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকায় তুলনামূলকভাবে অনেক কম ক্লাস নেন। বাকি দু'জন শিক্ষকের মধ্যে একজনকে এখন সর্বক্ষণিকভাবে থানা পর্যায় থেকে গম ছাড় করানো, রক্ষণাবেক্ষণ, বিতরণ ও হিসাবপত্র সংরক্ষণে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। স্কুলে ক্লাস নেয়া তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষকের দরুণ প্রাথমিক স্কুলগুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম আগে থেকেই ব্যাহত হচ্ছিল, আরও একজন শিক্ষকের সেবা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় এ সমস্যা তীব্রতর হয়েছে। ক্ষুণ্ন হচ্ছে শিক্ষার মান।

গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ সরকারী প্রাথমিক স্কুলেই শ্রেণীকক্ষের দারুণ সঙ্কট রয়েছে। বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে স্কুল ঘরেরই একটি কক্ষ 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর' গম রাখার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে শ্রেণীকক্ষের অভাব যেমন তীব্রতর হচ্ছে, তেমনি এসব স্কুলে শিক্ষার মানেরও অবনতি ঘটেছে। তাছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর গমের ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের হস্তক্ষেপের চেষ্টা এবং তা নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণেও শিক্ষার মান ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

অনুসন্ধানকালে আরও জানা গেছে, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর গম নিয়েও কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্নীতিও চলছে। কর্মসূচীর আওতাভুক্ত শিক্ষার্থীদের কার্ড প্রদানের বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে অবৈধভাবে অর্থ আদায় করা হয়। গম পরিবহনের জন্য সরকার অর্থ বরাদ্দ করলেও তা যথাসময়ে পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় পরিবহন ব্যয় নির্বাহের জন্য কিছু গম বিক্রি করে দেয়া হয়। এ ধরনের দুর্নীতির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় যশোর ও গাইবান্ধার কয়েকটি সরকারী প্রাথমিক স্কুলের কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দিয়েছে।